

বষ্টি করণ বা ভদ্রা করণ

জ্যোতিষশাস্ত্রে বষ্টি করণ (ভদ্রা নামেও পরিচিতি) অত্যন্ত অশুভ ও অকার্যকর হিসেবে গণ্য হয়। এই করণে জন্ম নলি ব্যক্তি উচ্চাভিলাষী ও চতুর হয়, তবে অনৈতিক কাজের প্রবণতা, বদনাম এবং বিবাহিত জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এটি অশুভ যোগ হিসেবে পরিচিতি, তাই নতুন বা শুভ কাজের জন্য এই সময় এড়িয়ে চলা উচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে বষ্টি করণ, যা ভদ্রা নামেও পরিচিতি, সাধারণত একটি অশুভ সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

বৈদিক পঞ্জাঙ্গরে 11টি করণের মধ্যে এটি সপ্তম অবস্থানে থাকে এবং এর অধিপতি হলেন শনি।

বষ্টি করণ বা ভদ্রা করণের মূল ফলাফল:-----

1. অশুভ সময়:

a) বষ্টি করণকে "মৃত্যু করণ" বলা হয়, যা কোনো শুভ বা মাঙ্গলিক কাজের জন্য উপযুক্ত নয়।

b) শুভ কাজে নিষিদ্ধোক্ত--> বষ্টি করণ চলাকালীন শুভ কাজ যমেন বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, নতুন ব্যবসা বা যাত্রা বর্জন করা উচিত।

2. ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য: যাদের জন্ম এই করণে, তারা সাধারণত নির্ভীক, স্পষ্টবাদী এবং কিছুটা রাগী স্বভাবের হন। অনেকে ক্ষেত্রে তারা অনৈতিক কাজের দিকে সহজেই আকৃষ্ট হতে পারেন এবং শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা থাকে।

3. চরিত্র ও আচরণ: এই করণে জন্মগ্রহণকারীরা সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। হলও, তাদের মধ্যে অনৈতিক কাজের দিকে ঝুঁকি পড়ার প্রবণতা থাকতে পারে।

4. কর্মক্ষেত্র ও অর্থ: এই জাতকরা কঠোর পরিশ্রমী হন এবং চকিত্কার সরঞ্জাম বা ওষুধ সংক্রান্ত ব্যবসায় ভালো উন্নতি করতে পারেন। তবে অনেকে সময় ভুল পথে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় সামাজিক সম্মানহানির ঝুঁকি থাকে।

5. স্বাস্থ্য ও সম্পর্ক: বষ্টি করণের প্রভাবে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অশান্তি দেখা দিতে পারে।

6. ব্যক্তিগত জীবন: এদের চারিত্রিক অবিশ্বস্ততার কারণে বিবাহিত জীবনে কলহ বা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

7. বষ্টি করণের প্রতিকারের প্রধান উপায়সমূহ: বষ্টি করণের অশুভ প্রভাব কমাতে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী সতর্কতামূলক প্রতিকার গ্রহণ করা যেতে পারে। এই করণের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে বষ্টি করণ শান্তি পূজা বা ভগবান শিবের

উপাসনা করা ফলদায়ক হতে পারে ।

- a) ভদ্রা শান্তি পূজা: কোনো শুভ কাজ করার আগে বস্টিকিরণে অশুভ প্রভাব কাটাতো পণ্ডিতে পরামর্শে বিশেষে 'ভদ্রা শান্তি' পূজা বা অনুষ্ঠান করা ।
- b) শবি আরাধনা: শবিরে পূজা করা এবং মহাদেবকে জল নবিদেন করা বস্টিকিরণে অশুভ প্রভাব কমানতে অত্যন্ত কার্যকর বলে বিশ্বাস করা হয়।
- c) দান ধ্যান: বিশেষে করে বুধবার বা ভদ্রা চলাকালীন অভাবী মানুষকে সবুজ শাকসবজি, মুগ ডাল বা কাপড় দান করা উচিত।
- d) মন্ত্র জপ: শবি বা শবি-পার্বতী সম্পর্কিত মন্ত্র জপ করা মনে স্থিতি আনতে এবং অশুভ প্রভাব দূর করে ।
- e) গোসবো: বুধবারে গোমাতাকে সবুজ ঘাস বা ভজিনো সবুজ মুগ ডাল খাওয়ালে নতিবাচক প্রভাব প্রশমিত হয় ।
- f) সতর্কতা ও শুভ সময়: বস্টিকিরণে নতুন কোনো কাজ শুরু না করে, করণে প্রভাব শেষ হওয়ার পর শুভ মুহূর্ত দেখে কাজ শুরু করা ।
- g) বস্টিকিরণে জন্মগ্রহণ করলে বা কাজ করতে গেলে এই প্রতিকারগুলো অনুসরণ করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ।

8. ইতিবাচক দিক: ধ্বংসাত্মক কাজ বা শত্রুকে দমনের মতো কঠিন কাজের জন্য এই সময়টিকে উপযুক্ত মনে করা হয় ।

9. এই করণটি সূর্য কন্যা এবং শনির বোন হসিবে পরচিতি, তাই একে উপেক্ষা করা বা বিশেষে সতর্কতা মনে চলা উচিত।

10. বস্টিকিরণ যখন চলে, তখন এটি একটি সতর্কতার লক্ষণ, তাই এই সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়াই শ্রেয়।